জাতিসংঘে গাজা দুর্ভিক্ষ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সব দেশ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে

সংগৃহীত ছবি

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে গাজায় দুর্ভিক্ষ ও মানবিক বিপর্যয়ের জন্য সরাসরি ইসরায়েলকে দায়ী করেছে ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৪টি দেশ। ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন, রাশিয়াসহ অন্যরা একযোগে ইসরায়েলের সমালোচনা করলেও বরাবরের মতো যুক্তরাষ্ট্র বন্ধু রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান নেয়। এ সময় ইসরায়েল ও আলজেরিয়ার প্রতিনিধির মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডাও হয়।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে গাজায় চলমান দুর্ভিক্ষ ও মানবিক বিপর্যয়ের বিষয়টি নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে ইসরায়েল। বুধবার (২৭ আগস্ট) অনুষ্ঠিত বৈঠকে ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৪টি দেশ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তাদের মতে, গাজায় দুর্ভিক্ষ মানবসৃষ্ট এবং এর জন্য সরাসরি দায়ী তেল আবিব প্রশাসন।

বৈঠকে আলজেরিয়ার প্রতিনিধি ওমর বেন্ডজামা অভুক্ত ও অপুষ্টিতে ভোগা ফিলিস্তিনি শিশুদের ছবি প্রদর্শন করেন। তিনি ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহত সাংবাদিক মরিয়ম আবু দাগ্গারের ১৩ বছরের ছেলের আবেগঘন চিঠিও পাঠ করেন। তবে ইসরায়েলি প্রতিনিধি ড্যানি ড্যানন এসব তথ্যকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে দাবি করেন, শিশুদের মৃত্যু অপুষ্টির কারণে হয়নি, অন্য রোগের কারণে হয়েছে। এ নিয়ে দুই দেশের প্রতিনিধির মধ্যে বাকবিতণ্ডা দেখা দেয়।

আলজেরিয়ার প্রতিনিধি পাল্টা জবাবে জানান, জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিবেদন এবং আইপিসির (Integrated Food Security Phase Classification) রিপোর্টেই ঘটনাগুলো প্রমাণিত।

বৈঠকে এক যৌথ বিবৃতিতে ১৪ দেশ অভিযোগ করে যে, ইসরায়েল খাদ্য সরবরাহ বন্ধ রেখে গাজায় ক্ষুধাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। ব্রিটিশ প্রতিনিধি বারবারা ওডওয়ার্ড বলেন, “মধ্যপ্রাচ্যে আধুনিক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দুর্ভিক্ষ নথিভুক্ত হয়েছে। অথচ সীমান্তে খাবারের ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকলেও শিশুরা অনাহারে মারা যাচ্ছে।”

তবে যুক্তরাষ্ট্র এবারও ইসরায়েলের পক্ষেই অবস্থান নেয়। মার্কিন প্রতিনিধি ডরোথি শিয়া বলেন, “আমরা স্বীকার করি গাজায় ক্ষুধা বাস্তব সমস্যা। তবে IPC-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন সঠিক নয়।”

নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই অবিলম্বে গাজায় স্থায়ী ও নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান এবং নেতানিয়াহু প্রশাসনের নীতিকে মানবাধিকারবিরোধী বলে সমালোচনা করেন।